আসুন...
জান্নাতের ক্রেতা হই!

ঈদুল ফিতর ১৪৪১ হিজরী উপলক্ষ্যে
মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের প্রতি বার্তা

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

আসুন... জান্নাতের ক্রেতা হই!

ঈদুল ফিতর ১৪৪১ হিজরী উপলক্ষ্যে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের প্রতি বার্তা

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم.

উপমহাদেশ এবং সমস্ত মুসলিম বিশ্বের আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ঈদুল ফিতরের এই আনন্দঘন মুহূর্তে মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

تقبل الله منا و منكم

আল্লাহ তা'আলা আপনাদের এবং আমাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমাদের এবং আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন। ঈদুল ফিতরের এই বরকতময় দিনকে সমস্ত মুসলিম জাতির জন্য সত্যিকার খুশি অর্থাৎ সাহায্য এবং আনন্দের ভূমিকা বানিয়ে দিন, আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা!

এই বরকতময় সময়ে হাদিয়া স্বরুপ আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু আয়াত আপনাদের সম্মুখে পেশ করতে চাচ্ছি। এই আয়াতগুলোকে যদি আমরা এবং আপনারা নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করি এবং কাজের ময়দানে এগুলোর আলোকে ইখলাসের সাথে পা ফেলি - তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের প্রতিটি দিন খুশির দিন এবং প্রতিটি মুহূর্ত বরকতময় হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা`আলার বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿الصف: ١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الصف: ١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿الصف: ١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الصف: ١٣﴾

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। (সূরা আস-সফ: ১০-১৩)

প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বরকতময় আদেশ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

হে মুমিনগণ!

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

ব্যবসা - লাভ অথবা লোকসানের নাম। যে ব্যক্তি ব্যবসা করে সে তো লাভই চায়। লোকসানের ভয় এবং দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আশংকাও কখনো তার পিছ ছাড়ে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতও উক্ত ব্যবসাতে লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এতে

লোকসানের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদি এই ব্যবসা না করো, তাহলে তা না করার কারণে এই এই লোকসান হবে। অর্থাৎ ব্যবসা করাটা এক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন নয়। বরং আবশ্যক এবং ফরয। এই ফরয আদায় না করার ক্ষতি কি?

عَذَابٌ أَلِيم,

যন্ত্রণাময় শাস্তি;

আর এটা এমন লোকসান যার বিপরীতে সমস্ত পৃথিবীর লোকসানও কোন লোকসান নয়! তো ব্যবসাটা কি?

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে......

আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা, তাঁদের ওয়াদার উপর বিশ্বাস করা, তাঁদের বর্ণনাকৃত লাভ ও ক্ষতির দাড়িপাল্লাকে হৃদয় ও মেধা দ্বারা গ্রহণ করে নেওয়া এবং সাথে সাথে দ্বীনের দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে স্বীয় জীবন ও সম্পদ ব্যবহার এবং ব্যয় করা - এটা হলো সেই মাধ্যম এবং একক উপায় যা আমাদেরকে নিকৃষ্ট ক্ষতি এবং নিকৃষ্ট শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তারপর আল্লাহ তা`আলা বলতেছেন:

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ

এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ،

যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

উপলব্ধি এবং সতর্কতার প্রমাণ এটাই যে, আল্লাহর ভালবাসা এবং আনুগত্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। তারপর বলেন –

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ:

এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন

وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

এবং উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

এটাই মহাসাফল্য।

সফলতা খুঁজে বেড়ানো ভাইয়েরা,

বুদ্ধিমান মাত্রই বুঝে যে, পরকালের সফলতাই আসল সফলতা। যে সফলতাকে আসমান ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা বড় সফলতা বলেছেন এর চেয়ে বড় কোন কল্যাণ ও সফলতা কি হতে পারে?

সকল মানুষ অকৃতকার্যতা এবং ব্যর্থতা থেকে বাঁচতে চায়। আমাদের মধ্যে যারা ইজ্জত ও প্রশান্তি, খুশি ও আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ জীবন অর্জন করতে চায়, তারা দুনিয়ার ধোঁকায় যেন না পড়ে। ইজ্জত, প্রশান্তি, খুশি ও আনন্দের জায়গা এই পৃথিবী না। এটা তো ধোঁকার ঘর। এখানে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তার সবই প্রতারণা।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

"সকল মানুষ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে

، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

আর কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে তোমাদের আমলের পরিপূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

সুতরাং যে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে

فَقَدْ فَازَ

তো সেই সফলকাম হয়ে গেলো

এটাই হলো সেই সফলতা যা অর্জন করা উচিত। তাছাড়া পৃথিবী তো হলো –

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿آل عمران: ١٨٥﴾

আর পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।" (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

তেমনিভাবে আল্লাহ তা`আলা বলেন –

: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

، فَلَا تَغُرَّنَّكُم الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে না পারে।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿فاطر: ٥﴾

এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান) – যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে।" (সূরা ফাতির: ০৫)

সুতরাং পৃথিবী ভোগ ও বিলাসিতার জায়গা নয়। এটা পরীক্ষার জায়গা। এখানে তোমার যা কিছু অর্জিত হচ্ছে এটাকে নিজের অর্জন বলে মনে করো না। একটি একটি করে প্রতিটি নে`য়ামতের হিসাব নেওয়া হবে। হিসাববিহীন খুশি এবং স্থায়ী নেয়ামতের জায়গা হলো পরকালের ঘর! সুতরাং তার জন্য কোমর বেঁধে নাও এবং সফরের আসবাবপত্র প্রস্তুত করে নাও।

অন্য এক জায়গায় মৃত্যু পরবর্তী সফলতা এবং স্থায়ী জান্নাতের উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿الصافات: ٦١﴾

"এ রকম সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।" (সূরা আস-সাফফাত: ৬১)

হে দুনিয়ার পিছনে ছুটনেওয়ালারা!

কোন অপদস্ততায় পতিত হচ্ছো!? আসল সফলতা বুঝার চেষ্টা করো এবং তার দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হও!

শুরুতেই উল্লেখিত আয়াতের পর আল্লাহ তা`আলা বলেন-

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا

"এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস

সেটা কি?

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

(আর তা হল) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الصف: ١٣﴾

(হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (সূরা আস-সফফ: ১৩)

উপমহাদেশের আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

জাতি হিসাবে আজকে আমাদের অবস্থা কী? আসুন, সামান্য সময়ের জন্য হৃদয়ে হাত রেখে অবস্থাটা বুঝে নেই। হিন্দুস্তানের প্রতি লক্ষ্য করুন, এটা সেই যমিন যেখানে ইসলাম ও মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী শাসন করেছে। আজকে সেখানে মূর্তি এবং বানরের উপাসনাকারী নাপাক হিন্দুরা ২৫ কোটি থেকে অধিক আমাদের মুসলিমদের জীবন-যাপনকে হারাম করে রেখেছে?

কাশ্মীরে কী হচ্ছে? এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও এখানে কেন আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত সংরক্ষিত হয়নি?

পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সর্বদিকে অস্থিরতা, হতাশা, নৈরাশ্য এবং অস্থিতিশীলতা কেন? এখানে শরীয়ত এবং মুসলিম জাতির এই বিদ্রোহী, চূড়ান্ত পর্যায়ের নিকৃষ্ট স্তরের লোকগুলো কেন আমাদের মাথার উপর শাসনকর্তা হয়ে আছে? ঐ সমস্ত তাগুতদের হাতে দ্বীন ও দুনিয়ার ধ্বংসের এই পরিণতি কীভাবে দেখা হচ্ছে?

ওদিকে ফিলিস্তিনে আমাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের নাম কেন নেয়া হচ্ছেনা? আমরা কেন আজকে ইয়াহুদীদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর - অসহায় ও নিপতিত বন্দির থেকেও নিকৃষ্ট অবস্থায় আছি? এখন তো মসজিদে আকসায় জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার অধিকারটুকুও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

হারামাইন শরীফাইনের ভূখন্ড, আরব উপদ্বীপ - যাকে কাফের ও কুফর থেকে পবিত্র করার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসিয়ত করেছিলেন, সেখানে দীর্ঘ সময় থেকে নাপাক মার্কিনীদের আবাসস্থল তো আগেই হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার উপর দখলদারদের গোলাম খেকশিয়ালরা এত নির্ভীক হয়ে গিয়েছে যে, পবিত্র ভূমিতেও প্রকাশ্যে অধর্মীয় এবং অশ্লীলতার প্রচলন করছে!!

পূর্ব তুর্কিস্তান, বার্মা, সিরিয়া, চেচনিয়া - কোন কোন আঘাতের কান্নার জন্য কাঁদা হবে, কোন কোন জুলম এবং কোন কোন অসহায়ত্বকে স্মরণ করা হবে?

প্রিয় ভাইয়েরা!

এ সমস্ত অপমান এবং অসম্মান কেন? কেন সর্বদিক থেকে কুফর ও জুলুমের এই হাতুড়ি আমাদের মাথার উপর ফেলা হচ্ছে? কারণ কী? এ সবগুলোর কারণ একটি,

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

"দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা"

দুনিয়ার পূজা এবং তাকে স্বীয় হৃদয়, মেধার দ্বারা শরীরে ও মনে স্থান দেয়াটাই এই অপমান ও অপদস্থতার একমাত্র কারণ। দুনিয়ার ভালবাসা-ই সকল অনিষ্টতা ও আত্মমর্যাদাহীনতার মূল কারণ। এটা ঐ দুনিয়া যার মূল্য আল্লাহ তা'আলার কাছে মাছির পাখার সমানও নয়। দুনিয়া ধোঁকা, মিথ্যা এবং তুচ্ছ।

আমরা যখন এই দুনিয়ার কাছে বন্দী হয়ে গিয়েছি, তখন অপমান ও অপদস্থতাও আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মোবারক আদেশ হচ্ছে –

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿الرعد: ٢٦﴾

"তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পার্থিব জীবনেই মগ্ন, অথচ আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবন মামুলি পুঁজির বেশি কিছু নয়।"(সূরা রা'দ: ২৬)

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন:

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿العنكبوت: ٦٤﴾

"এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।" (সূরা আনকাবুত: ৬৪)

সত্যিকার জীবন তো আখেরাতের জীবন। এর জন্য শুধুমাত্র তারাই প্রস্তুতি নিতে পারে যারা স্বীয় লাগামকে প্রবৃত্তির অনুসরণের হাতে অর্পণ করেননি। যারা বুদ্ধিমান এবং যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদনকারী, তারাই আখেরাতের জীবনকে দুনিয়ার উপরে প্রাধান্য দিতে পেরেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা!

সত্য এই যে, যে ব্যক্তি-ই এই তুচ্ছ পৃথিবী, তার ধন-সম্পদ, তার ইজ্জত ও প্রসিদ্ধিকে স্বীয় জীবনের মাকসাদ এবং মূল বিষয় বানায়, এমনিভাবে যে ব্যক্তি-ই এই তুচ্ছ দাঁড়িপাল্লা দ্বারা নিজের এবং অন্যদের সফলতা ও ব্যর্থতাকে পরিমাপ করে, সে নিজে নিজেকে যত বড় বুদ্ধিমানই ভাবুক না কেন তার চেয়ে বড় হতভাগা, তার চেয়ে বড় স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এবং জ্ঞানহীন আর কেউ নেই।

জ্ঞানী, বিচক্ষণ এবং পরিপক্ক বুঝ সম্পন্ন সেই হতে পারে, যার দৃষ্টিকে এই ধোঁকার ঘর অন্ধ বানায়নি এবং যে এই নাপাক এবং তুচ্ছ পৃথিবীকে সঠিক জায়গায় রাখে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন:

الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ،

এই পৃথিবী ঐ ব্যক্তির ঘর, যার বাস্তবেই কোন ঘর নেই

অর্থাৎ অন্যের ঘরকে নিজের ঘর বলে। এই ঘরের মূল মালিক যখন চান, তখন তাকে বিনা নোটিশে সেখান থেকে বের করে দেয়।

আজকে দেখুন, খালি চোখে দেখা যায় না সামান্য এমন একটি ভাইরাসের কারণে শুধুমাত্র কয়েক সপ্তাহে তিন লাখ মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে। কোটি কোটি মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। অর্থনীতির চাকা স্থির হয়ে আছে। টেকনোলজি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষের এই দাবীদাররা সকলে অক্ষম হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মূল মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে এটি স্বীয় শক্তির সামান্য একটু প্রকাশ মাত্র। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তারপরে বলেন:

وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ،

আর এই পৃথিবী ঐ ব্যক্তির সম্পদ, যার মূলত: কোন সম্পদ নেই,

وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ ،

আর এই পৃথিবীর জন্য ঐ ব্যক্তিই সম্পদ জমা করে, যার কোন জ্ঞান নেই।

কেন এমনটা বললেন? এটা এজন্য যে, তার সামনেই জমিন এ সমস্ত মানুষের দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করছে। যাকে এই কবরস্থানে নামানো হয়েছে, সে আর কখনো ফিরে আসতে পারেনি। সকলকেই তার প্রাসাদ, বাংলো এবং ঝুপড়ি থেকে বের করে কোন একটি জমিনে রাখা হবে। সেটা আজকে না হয় কাল, কারোই এতে কোন সন্দেহ নেই। তারপর কবরে কারো সাথেই তার কোন কিছু যাবে না। সেখানে ধন-সম্পদ, প্রসিদ্ধি ও ইজ্জত, শক্তি ও অধিকার, সামাজিক স্ট্যাটাস এবং ক্যারিয়ার কোন কাজে আসবে না। বরং এগুলোই আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি এবং পাকড়াওয়ের কারণ হবে। অথচ এগুলোর চিন্তায় এই মানুষগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন কেউ কি বললে পারবে যে, এই ব্যক্তি জ্ঞানী?!

এর বিপরীতে অন্যদিকে একদল মানুষ দুনিয়ার গুরুত্বহীনতা বুঝতে পেরেছে। তারা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তারা আল্লাহর পথ থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে নয় বরং সেই পথে উৎসর্গিত হতে পারাকেই মূল সফলতা বুঝেছেন। তাদের অবস্থা এই যে, যুদ্ধের ময়দানে বর্শা লাগে, শত্রু তাকে প্রহার করে, অতঃপর সে যখন স্বীয় রক্তের বারিধারা দেখে, তৎক্ষনাত সে স্বীয় রক্ত উঠিয়ে চেহারায় মাখতে শুরু করে এবং তাকবীর দিতে শুরু করে –

فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

কা'বার রবের শপথ! আমি সফলকাম হয়ে গিয়েছি! আল্লাহর শপথ! আমি সফলকাম হয়ে গিয়েছি!

নিহত হওয়া অবস্থায় সফলতার এই উম্মাদনাপূর্ণ তাকবীরের ধ্বনি উঁচু করেছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ। তাদের অনুসরণ করার প্রতি আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণেই আমাদের এই অপমান সম্মানে পরিবর্তন হতে পারে।

প্রিয় ভাইয়েরা!

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আদেশ আছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ'' إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ!'

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন!

মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দিকে ফেরা, কোরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা। জিহাদ ও কিতাল করা। তারপর আল্লাহ তা`আলা বলেন:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান।

وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿الأنفال: ٢٤﴾

বস্তুত: তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে! (সূরা আনফাল: ২৪)

তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

بادروا بِالْأَعْمَالِ

“তোমরা নেক আমলের প্রতি দ্রুত বেগে ধাবিত হও!

অর্থাৎ বিলম্ব করো না। এটা এজন্য যে, সেসময়

فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

অন্ধকার রাত্রির ন্যায় ফিতনার আশংকা থাকে। আর তা এমন ফিতনা হবে যে,

يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ،

কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন হবে তো সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে তো সকাল বেলা কাফির হয়ে যাবে।

আর এ সবকিছুর মূল কারণ এটা হবে যে,

يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

দুনিয়ার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে স্বীয় দ্বীন বিক্রি করে ফেলবে।” (সহীহ ইবনে হিব্বান)

উলামায়ে কেরামগণ এই আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে ফিতনা থেকে মাহফুজ থাকা এবং যে কোন পরীক্ষায় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান শুনবে, যখনই কল্যাণের বা নেক কাজ দৃষ্টিগোচর হবে, তখনই তার উপর সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা চাই। নতুবা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে আমলের তাওফিক ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কল্যাণের দরজা খোলা দেখে এবং আল্লাহর আহবান প্রথমবার শুনেও যদি টাল-বাহানার সাথে কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়, তাহলে আশংকা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পরবর্তীতে কল্যাণের দিকে পা বাড়ানোর তাওফিক থেকেই বঞ্চিত করে দিবেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله

কোন জাতি নিজেদেরকে পিছনে রাখে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পিছনে রেখে দেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর আহবানে সাড়া দানকারী বানান এবং আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমরা যেন যেকোন কল্যাণের কাজেই বিলম্ব না করি। এটাকেই ফিতনা থেকে বাঁচার মাধ্যম বর্ণনা করা হয়েছে।

উপমহাদেশের আমার সম্মানিত ভাইয়েরা!

আলহামদু লিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! আজ আল্লাহর ওয়াদার সত্যতার বাস্তব নমুনা আমরা এবং আপনারা আফগানিস্তানের ভূখণ্ডে দেখছি। যখন একদল মানুষ ঈমানের দাবী, আল্লাহর সাথে ভালবাসা এবং জান্নাতের চাহিদার দাবী, শরয়ী হুকুমত এবং তার অনুসরণের দাবীকে কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, বিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়) এর ওয়াদা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এখন জমানার ফিরআউন স্বীয় অপমান এবং ব্যর্থতার সনদে স্বাক্ষর করে দিয়েছে।

এটা আল্লাহর আহবানে সাড়া দেওয়ার পুরস্কার। আলহামদু লিল্লাহ, এর দ্বারা ঐ সমস্ত মুমিনদের ঈমান সংরক্ষিত হয়েছে, কুফর প্রধানদের দম্ভ মাটিতে মিশে গিয়েছে। এখন সেইদিনও বেশি দূরে নয়, যেদিন আল্লাহর অনুগ্রহে আফগানিস্তান পুনরায় دارالاسلام বা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

উপমহাদেশের আমার মুসলমান ভাইয়েরা!

আল্লাহর পথে মহান জিহাদ এবং তার বিনিময়ে এই সাহায্য ও বিজয় আল্লাহ তা'আলা উপমহাদেশবাসী এবং পুরো মুসলিম জাতির জন্যও বরকতময় করে দিন, আমীন। এতে আমাদের জন্যও কর্মগত আহবান রয়েছে যে, আমরাও যেন আল্লাহর জান্নাতের ক্রেতা হয়ে যাই।

প্রথমে স্বীয় হৃদয়ে আল্লাহর ভালবাসার ঝাণ্ডা গেড়ে নেই। জাগতিক ভালবাসার মূর্তি এবং নিকৃষ্ট নাপাকগুলো বক্ষ থেকে দূরে নিক্ষেপ করি। এরপর আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে জিহাদের ময়দানের পথ অবলম্বন করি। আল্লাহর পথে স্বীয় দেহ থেঁতলানোকে নিজেদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা বানিয়ে নেই।

কাশ্মীর, ভারত এবং পুরো উপমহাদেশের মুসলিমদের উপর নিপতিত এক একটি অত্যাচার, এই ভূ-খন্ডে মজবুত দ্বীনের পরাজিত অবস্থায় অতিবাহিত হওয়া প্রতিটি মুহূর্ত আমাদেরকে আহবান করছে যে,

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿التوبة: ٤١﴾

তোমরা হালকা অথবা ভারী সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে বের হও! (সূরা তাওবা: ৪১)

অনেক বিলম্ব হয়েছে। গাযওয়াতুল হিন্দের দাওয়াত এখন কিতালের প্রতিটি ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এই যুদ্ধের সফলতার সুসংবাদ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিজয়ী উম্মতকে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে এই বরকতময় যুদ্ধের বাহিনীতে শামিল করুন। এই ভূমির জুলুম ও কুফরের এই অন্ধকার স্বীয় রহমতে অতি দ্রুত দূর করে দিন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

পরিশেষে আরেকবার ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে মুমিনদের হৃদয় প্রশান্তকারী স্পষ্ট বিজয়েরও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। দু'আ করি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ইমারাতে ইসলামিয়ার মুজাহিদীন এবং আমীরুল মুমিনীন শাইখ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহকে সাহায্য ও সহযোগিতা করুন এবং ভবিষ্যতে এই বরকতময় সফরে শাইখের প্রতিটি পদক্ষেপে পৃষ্ঠপোষকতা, পথ-প্রদর্শন এবং সাহায্যের দ্বারা অনুগ্রহ করুন, আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته!

****